শিক্ষার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার সংক্রান্ত পিতামাতা ও পরিবারের গাইড: ১৩ বছর ও বয়স্কদের জন্য

#NYCSCHOOLSTECH

সূচিপত্র

ইচ্ছানুযায়ী ডিজিটাল চরিত্র চিত্রিত করা ..... **Error! Bookmark not defined.**

কোন কিছু পোস্ট করতে দায়িত্বশীল হবেন – কারা দেখছে, সেটি মনে রাখবেন.....3

আপনার অনলাইন কর্মকাণ্ডের পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন.....4

সাইবার বুলির হুমকি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন 5

পরিবারের সদস্যদের আজকাল একটি নতুন ভূমিকা রয়েছে: ছেলেমেয়েরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, হোক সেটা বিনোদন বা শিক্ষাগত প্রয়োজনে, তাদের নিরাপদ ও দায়িত্বশীলতার সাথে আচরণ করতে সহায়তা দেওয়া। এই গাইডটি আপনাদেরকে নিম্নলিখিত সহায়তার জন্য তৈরি: সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন (এনওয়াইসিডিওই) শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, শিক্ষার্থী, এবং পিতামাতা শিক্ষার্থীরা ২৩ বছর ও বয়স্কদের সোশ্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের গাইড লাইন তৈরির জন্য কমন সেন্স মিডিয়া <https://www.commonsensemedia.org/> - এর সাথে কাজ করছে। এসব গাইডলাইন চারটি ক্ষেত্রে কাজ করে: ডিজিটাল ভাবমূর্তি, দায়িত্বশীলতার সাথে পোষ্ট করা, পরিণতির কথা বিবেচনা করা এবং সাইবার বুলি। এসব ক্ষেত্রগুলোর জন্য তথ্যরেখচিত্র (ইনফোগ্র্যাফিক্স) রয়েছে, যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য এনওয়াইসিডিওই-এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ তৈরি করেছেন, আপনারা যা সন্তানদের সাথে ভাগাভাগি করতে পারেন। আপনারা গাইডলাইন ও ইনফোগ্র্যাফিক্স আমাদের schools.nyc.gov/SocialMedia.ওয়েবসাইটে পাবেন।

কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল ভাবমূর্তি নির্মাণ

তাদের নিজস্ব ডিজিটাল ভাবমূর্তি নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্বের সবাই তাদেরকে কীভাবে চিহ্নিত করবে, তরুণতরুণীদেরকে অবশ্যই সেটা বিবেচনা করতে হবে। এর অন্তর্ভুক্ত আছে তাদের ব্যক্তিগত লক্ষ্যের সাথে অনলাইন ভাবমূর্তির সামঞ্জস্য রাখা, তাদের নিজস্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এবং এ কথা বুঝা যে, পরিবারসমূহ এ কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। একটি দায়িত্বশীল ও যথাযথ ডিজিটাল পদচিহ্ন তৈরিতে ছেলেমেয়েদের সাথে কাজে আপনাদেরকে সহায়তা দিতে নিম্নলিখিত কর্মকাণ্ডগুলো তৈরি করা হয়েছে।

পরিবারের কর্মকাণ্ড	এটা কেন সহায়ক
সংবাদ শিরোনাম অনুশীলনী আপনার সন্তান যদি নিউজপেপারের শীর্ষ নিবন্ধের বিষয় হয়, তাহলে সে নিবন্ধের কী শিরোনাম দেখতে আপনি আগ্রহী হবেন? হেডলাইন নিয়ে লিখুন। কোন বন্ধু,আত্মীয় বা বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে কী শিরোনাম হতে পারে, সে ব্যাপারে কথা বলুন। এছাড়াও অন্য শিক্ষার্থীরা এ প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দিয়েছে, সেটা শোনার জন্য আপনি http://tinyurl.com/TheOneSentenceProjectVideoওয়েবসাইটের ভিডিওটি দেখতে পারেন। আপনি ও আপনার সন্তান আপনাদের অনলাইন জগতে কোন ধরনের ছবি ও পোস্টিং দিয়েছেন, তা পর্যালোচনা করুন। সেগুলো কী আপনাদের আগ্রহের শিরোনামের সাথে মানানসই? যদি না হয়, তাহলে ভবিষ্যতের পোস্টগুলোতে কীভাবে তারর সামঞ্জস্যবিধান করা যায়?	মঞ্চ প্রস্তুত করে ও আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়।
অতীত ডিজিটাল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এই কুইজে অংশ নিতে দিন: https://www.surveygizmo.com/s3/2245969/Digital-Footprint-Quiz এবং প্রাপ্ত ফল তুলনা করুন।	অনলাইনে এগুলোর প্রতিটি অনুধাবন করায় পরিবারের সদস্যগণ সাদৃশ্য ও ভিন্নতা প্রদর্শন করতে পারেন। তাদের অনলাইন ইমেজ উন্নত করতে তারা কী করতে পারে, এর থেকে সে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়।
দর্শক সম্পর্কে কল্পনা করা আপনার সন্তানকে মনে করিয়ে দিন যে, বহু লোক আছে যারা অনলাইন তার সম্ভাব্য দর্শক। তার শিক্ষক কী দেখতে পারেন বলে সে মনে করে? কলেজের অ্যাডমিশন অফিসারের ক্ষেত্রে কি হবে? কিংবা কোন নিয়োগদাতা? সম্ভাব্য প্রেমিক/প্রেমিকার ক্ষেত্রে কী হবে? ভাবমূর্তি হালনাগাদ ও তার ধারণামতো উন্নত করতে সে কী করতে পারে, সে ব্যাপারে কথা বলুন।	সন্তানকে তার ডিজিটাল ভাবমূর্তি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম করবে।
আপনার নিচের প্রোফাইল পর্যালোচনা করুন আপনি আপনার ডিজিটাল ইমেজ উন্নত করার এবং সন্তানেরটি উন্নত করতে সহায়তা দেওয়ার পদক্ষেপ নিতে পারেন। সহজে প্রোফাইল তৈরি শুরুর জন্য কিছু ক্ষেত্র, যেমন গুগল-এ (https://profiles.google.com), অ্যাবাউট.মি-তে (https://about.me), এবং ফ্লেভারস.মি-তে (http://flavors.me) ইত্যাদি। অন্যান্য শিক্ষার্থীর প্রোফাইলের প্রতি লক্ষ্য করুন এবং আপনি কি পছন্দ ও অপছন্দ করেন, তা আলোচনা করুন। আপনার সন্তান তার অধিকতর মানানসই ভাবমূর্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তার প্রোফাইল থেকে কোন কিছু ডিলিট বা আনট্যাগ করতে চায় কি না, তা বিবেচনা করুন।	অনলাইন পরিচিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবারের সদস্যদের একযোগে কাজ করার সুযোগ প্রদান করে।

বাড়তি তথ্যসূত্র

"Common Sense on Privacy and Digital Footprints." *Family Tip Sheet*. Common Sense Media, 2012. Web. 10 Mar. 2014. <http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/9-12-familytip-privacyanddigitalfootprints.pdf>

কোন কিছু পোস্ট করতে দায়িত্বশীল হবেন – কারা দেখছে, সেটি মনে রাখবেন

সন্তানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এনওয়াইসিডিওই-এর ইন্টারনেটের গ্রহণযোগ্য ব্যবহার ও সুরক্ষা নীতি (http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/InternetAcceptableUse) পিতামাতাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ছেলেমেয়েদেরকে বিশেষ করে তাদের কিছু পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তারা দায়বদ্ধ। আপনার পরিবার যেসব মূল্যবোধের স্বীকৃতি দেয়, এমন মূল্যবোধের পরিচায়ক কোন কিছু পোস্ট করতে আপনি সন্তানকে সহায়তা দিতে পারেন।

পরিবারের কর্মকাণ্ড	এটা কেন সহায়ক
যৌথভাবে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন সন্তানের অ্যাকাউন্ট তৈরির উপযোগী বয়স হলে পরে (সাধারণত ১৩ বছর), আপনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং একসাথে প্রথাসিদ্ধ গোপনীয়তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করবেন। নিশ্চিত করবেন যাতে আপনার সন্তান শুধু তাদের সাথেই অনলাইনে বন্ধুত্ব পাতায় ও কথা বলে যাদেরকে আপনি চেনেন বা অনুমোদন করেন।	আপনি সন্তানের দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়াটিকে দেখতে পারবেন এবং অনলাইনে তার সাফল্য ও নিরাপত্তার প্রতি আপনার প্রকৃত আগ্রহ সে দেখতে পারবে।
চলমান ঘটনাবলী ব্যবহার করুন সংবাদমাধ্যমের ঘটনা এবং বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের পরিস্থিতি দায়িত্বশীলতার সাথে পোস্টিং দেয়ার নিয়ে কথা বলার পথ সুগম করে। যখন কোন ঘটনা প্রকাশ পায়, কি করে তা মোকাবেলা করতে হবে, সে ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলুন। শুধু কী করা যাবে না, তাতেই মনোনিবেশ করবেন না। যারা সোশ্যাল মিডিয়াকে সামাজিক কল্যাণের কাজে ব্যবহার করেন, যা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের একটি মহৎ পন্থা, কিংবা অন্য কোন ইতিবাচক দিক সনাক্ত করাও গুরুত্বপূর্ণ।	আলোচনা চলমান ও বিশ্বাসযোগ্য রাখে। এটি "আমাদেরকে তা কেন জানতে হবে?", এ প্রশ্নের তৈরী জবাব।

বাড়তি তথ্যসূত্র

"Family Tip Sheet: Common Sense on Boys, Girls, and Media Messages, Middle & High School." *Digital Literacy and Citizenship in a Connected Culture.* Common Sense Media, 2012. Web. 8 March 2014. <http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/6-12-familytip-boysgirlsmediamessages.pdf>

"Kids and Socializing Online." *Consumer Information: Privacy & Identity.* Federal Trade Commission. September 2011. Web. 8 March 2014. <http://www.consumer.ftc.gov/articles/0012-kids-and-socializing-online>

"Kids and Socializing Online." *OnGuardOnline.gov*. The Federal Trade Commission. September 2011. Web. 8 March 2014. <http://www.onguardonline.gov/articles/0012-kids-and-socializing-online>>

আপনার অনলাইন কর্মকাণ্ডের পরিণতি সম্পর্কে ভাবুন

অনলাইন কর্মকাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা করা এবং কাকে তারা বন্ধু, অনুসরণকারী ইত্যাদি বলে অন্তর্ভুক্ত করছে, সে ব্যাপারে সাবধান হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা সব সময় বুঝে না যে তাদের স্কুলের বাইরের কর্মকাণ্ডের ফল স্কুলে পাওয়া যেতে পারে এবং অনলাইনের ক্ষেত্রেও তা বিশেষভাবে সত্য।

পরিবারের কর্মকাণ্ড	এটা কেন সহায়ক
স্পর্শকাতর ব্যক্তিগত তথ্য পোস্ট করবেন না ঠিকানা, জন্মদিন কিংবা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য কেনো পোস্ট করা খারাপ,কিংবা আইডেন্টিটি থেফট (পরিচিতি প্রতারনা) কী, সন্তানের কাছে ব্যাখ্যা করুন। জানা থাকলে প্রকৃত দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন।	মৌলিক নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে এবং তথ্য সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে।
তথ্য গোপন রাখুন বন্ধুদের সাথে পাসওয়ার্ড বিনিময় না করার ব্যাপারে সন্তানদের সাথে কথা বলুন এবং পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্প্যুটার নিরাপদ রাখার পদ্ধতি উভয়ে অবগত আছেন, সেটা নিশ্চিত করুন। (যেমন, কোন সাইট ব্যবহারের পর সব সময় লগ অফ করতে হবে- সরলভাবে ক্লিক করে ব্রাউজার বন্ধ করল চলবে না।) সন্তানকে জানিয়ে দিন যে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অনলাইন অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে অন্য কেউ পোস্টিং দিলে বা কোন কিছু কেনাকাটা করলে তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ হতে পারি।	কারো পূর্ণ সত্বা, তথা প্রকৃত ও ডিজিটাল, উভয় জগতের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে আলোচনার সূচনা করে।
পিতামাতাদের অবহিতকরণ স্কুল প্রতি বছর পিতামাতাদেরকে স্কুল কিংবা ক্লাসরুম-ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে। আপনি কোন কিছু না জেনে থাকলে কোন্ ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া কর্মকাণ্ড তাদের ক্লাসরুম কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়ে সন্তানের শিক্ষকের সাথে কথা বলুন। স্কুলের অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে যেভাবে কথা বলেন, ঠিক সেভাবেই স্কুলে সোশাল মিডিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে সন্তানের সাথে কথা বলুন।	সন্তানের স্কুলের চলমান ঘটনা সম্পর্কে আপনাকে সজ্ঞাত রাখবে, ফলে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সহায়তা দেওয়ার ও তত্বাবধান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
অনলাইনে আপনার সন্তানের আচরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন : আপনি সন্তানের "ফ্রেন্ড" বা "ফলোয়ার" হতে পারেন। কোন কোন পরিবার সন্তানের অনলাইন ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ডের কপি রাখেন; অন্যেরা পরিবারের সকলের পাস ওয়ার্ড জরুরি প্রয়োজনের জন্য একত্রে সংরক্ষিত রাখেন। পরিবারের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য আচরণের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করুন এবং স্টুডেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া গাইডলাইন (সামাজিক মাধ্যমের নিয়মকানুন) নিয়ে আলোচনা করুন। এছাড়াও কমপিউটার বা সেলফোন ব্যবহারের খবর রাখতে ফিল্টারিং সফটওয়্যার কিনতে বা কোন প্রোগ্রাম সেট্ করতে পারেন।	অনলাইনে কী ঘটছে, সে ব্যাপারে আপনাকে সচেতন থাকতে সহায়তা করে। পিতামাতারা যে নিরাপদ ও দায়িত্বশীল সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে ছেলেমেয়েদের সহায়তা প্রদান করেন, এটা বুঝতেও সহায়তা করে।

বাড়তি তথ্যসূত্র

"Avoid Scams." *OnGuardOnline.gov*. The Federal Trade Commission. n.d. Web. 10 March 2014. <http://www.onguardonline.gov/articles/0001-avoiding-online-scams>

Bazelon, Emily. "Don't Stalk Your Kid Online." *Slate Magazine*. N.p., 14 Feb. 2014. Web. 20 Mar. 2014. <http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2014/02/it_s_complicated_an_interview_with_danah_boyd_about_teens_and_technology.html>

"Be Smart Online." *OnGuardOnline.gov*. The Federal Trade Commission. n.d. Web. 10 March 2014. <http://www.onguardonline.gov/topics/be-smart-online>.

"Understanding Social Media: Encouraging Responsible Digital Citizenship and Social Media Use." *NYC Department of Education: Rules and Policies*. NYC Department of Education, Division of Family and Community Engagement. n.d. Web. 10 March 2014. <http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/7A8FE940-0015-403C-9487-E7B28431A4D6/0/socialmedia41513.pdf>

সাইবার বুলির হুমকি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন

সাইবারবুলি ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাউকে আহত করা বা হয়রানি করা। এর উদাহরণের মধ্যে আছে যা সত্য নয় এবং গুজব ছড়ায় এমন আক্রমণাত্মক টেক্সট মেসেজ বা ইমেইল লেখা বা বিব্রতকর ছবি প্রচার করা, পোস্ট করা। পরিচিত একজন বুলির শিকার হলে বা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যদি বুলির শিকারে পরিণত হয়, তখন তাদেরকে কি করতে হবে, এই গাইডলাইন শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে পরামর্শ দেয়।

পরিবারের কর্মকাণ্ড	এটা কেন সহায়ক
সন্তানের স্কুলের বন্ধুদের সাথে পরিচিত হোন: সন্তানের বন্ধুদের নাম এবং তারা একসাথে যেসব কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়, তা জানুন। যদি সন্দেহ হয় যে আপনার সন্তান সাইবারবুলি করছে বা সে সাইবারবুলির শিকার, আপনি তা স্কুলের গাইডেন্স কাউন্সেলর, 'রেসপেক্ট ফর অল' সংযোগকর্তা, কিংবা আপনার বিশ্বস্ত কোন স্কুলকর্মীর কাছে জানাতে পারেন।	সমস্যার কারণ হতে পারে, পরিবারসমূহকে এমন সব ব্যক্তি ও পরিস্থিতিকে সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
বাড়িতে আচরণের প্রতি সজাগ থাকুন সন্তানের আচরণ হঠাৎ পরিবর্তন হলে তার প্রতি মনোযোগ রাখবেন। সাইবার বুলির কিছু লক্ষণ (বুলির শিকার হওয়া, অনুরূপভাবে বুলি করা, উভয়টি): প্রাত্যহিক কাজকর্মে অনীহা, অনলাইনে বা টেক্সট করার সময় মন খারাপ করা, বয়স্ক কেউ কাছে আসলে দ্রুত কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বন্ধ করে দেওয়া, কিংবা কম্পিউটারে তার কাজ নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া।	পরিবারের সদস্যদের সাইবারবুলি সনাক্ত করতে ও তা বিস্তারলাভের আগেই হস্তক্ষেপ করতে সহায়তা করে।
আপনার সন্তান বুলি হলে কি করতে হবে জেনে নিন আপনার সন্তান কাউকে বুলি করছে বলে সন্দেহ করলে, পরিস্থিতিটি বুঝে নেওয়া জরুরি। যে কারণে সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে, চেষ্টা করুন তা নির্ধারণ করার এবং তা দূর করা ও সংশোধনের পরিকল্পনা নিয়ে সন্তানের সাথে কাজ করুন। আপনার সন্তানের স্কুলের রেসপেক্ট ফর অল সংযোগকর্তা ও গাইডেন্স কাউন্সেলর এ ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করতে পারবেন।	পরিবারসমূহকে একা এসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে না। আপনাকে সহায়তা দেওয়ার জন্য এনওয়াইসিডিওই-এর পেশাজীবীরা আছেন।
সংলাপ শুরু করুন কীভাবে অনলাইনে দায়িত্বশীল হতে হয়, তা নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য একটি 'ফ্যামেলি মিডিয়া এগ্রিমেন্ট' (চুক্তি) আপনাকে সহায়তা করবে। আনলাইনে এখানে এসব চুক্তির ফরম পেতে পারেন: http://www.commonsensemedia.org/educators/parent-media-education/family-media-agreements	প্রত্যাশা সুস্পষ্টভাবে স্থির করে এবং সীমানা নির্ধারণ করে আপনি বিষয়টি নিয়ে আসন্ন আলোচনাকে অনেক সহজ করতে পারেন।
সন্তানকে কথা বলতে উৎসাহিত করুন আপনার সন্তান যখন দেখে যে, তার পরিচিত কারো সাথে যথাযথ আচরণ করা হচ্ছে না, তখন যে ছেলে/মেয়ে এমন আচরণের শিকার, তার এস অবস্থার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করে বা প্রকাশ্যভাবে কথা বলে তার পক্ষ নিতে সন্তানকে উৎসাহিত করুন। চেষ্টা করবেন আপনার নিজের জীবন কিংবা সংবাদমাধ্যমে থেকে বাস্তব উদাহরণ দেওয়ার এবং সন্তান কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, সে ব্যাপারে তার সাথে কথা বলুন।	বুলি করার যে বিকল্প আছে, সেটা প্রদর্শন করে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ফলে আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং সহানুভূতি গভীর হবে।
উদাহরণ হিসেবে অন্যান্য তরুণতরুণীদের কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন অনলাইন কম্যুনিটিতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করুন। এভাবে যারা অংশগ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন, যেমন সেসব শিক্ষার্থী, যারা http://stuvoice.org/ -এর অংশ। সন্তান ইতিবাচক পরিস্থিতি বজায় রাখতে যেসব বিষয়ে সহায়তা দিতে পারবে, তা নিয়ে সন্তানের সাথে কথা বলুন।	সোশ্যাল মিডিয়াকে কীভাবে ইতিবাচক রাখা যায়, আপনার ছেলেমেয়েকে তা দেখাতে সহায়তা করে।

বাড়তি তথ্যসূত্র

"Cyberbullying." *U.S. Department of Health & Human Services*. n.d. Web. 19 Mar. 2014. <http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/index.html>

"Family Tip Sheet: Common Sense on Cyberbullying." *Digital Literacy and Citizenship in a Connected Culture*. Common Sense Media, n.d. Web. 21 Mar. 2014. <http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/pdfs/6-12-familytip-cyberbullying.pdf>

Hinduja, Sameer, Ph.D., and Justin W. "Cyberbullying Warning Signs: Red flags that your child is involved in cyberbullying." *Cyberbullying Research Center.* 2009. Web. 21 Mar. 2014. <http://cyberbullying.org/cyberbullying-warning-signs/>

"Respect for All." *New York City Department of Education*. n.d. Web. 21 Mar. 2014. <http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/RespectforAll/default.htm>

"Tip Sheet: Technology and Youth: Protecting Your Child from Electronic Aggression." *Center for Disease Control and Prevention*. n.d. Web. 21 Mar. 2014. <http://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ea-tipsheet-a.pdf>

"What to Do If Your Child Exhibits Bullying Behavior." *Anti-Defamation League*. 2012. Web. 21 Mar. 2014. <http://www.adl.org/assets/pdf/education-outreach/What-to-Do-if-Your-Child-Exhibits-Bullying-Behavior.pdf>